সমকাল

তারিখ ... 28 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মিছিলে রোববার লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এ সময় পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ▬ সমকাল

ফুলবাড়িয়ায় পুলিশের লাঠিপেটা কলেজ শিক্ষকসহ নিহত দুই

■ ময়মনসিংহ ব্যুরো ও ফুলবাড়িয়া প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশের লাঠিপেটায় ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও পথচারী মাছ বিক্রেতা ছফর আলী (৬৫) মারা যান। এ ছাড়া আহত হন শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক-পথচারী। গতকাল রোববার দুপুর ২টার দিকে ফুলবাড়িয়া সদরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঐতিহ্যবাহী ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজকে জাতীয়করণ না করে নতুন প্রতিষ্ঠিত ও এমপিওবিহীন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হলে ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ হন। এ নিয়ে কলেজের ছাত্র-শিক্ষকরা মানববন্ধন, সমাবেশ ও অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছেন। ধারাবাহিক কর্মসূচির ৪৩তম দিন গতকাল দুপুর ১২টায় কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। দুপুর ১টার দিকে আন্দোলনকারীরা আবারও ক্যাম্পাস থেকে বের হতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে পুলিশ কলেজে ঢুকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। প্রশাসনিক ভবনে গিয়েও পুলিশ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেদম প্রহার করে। পুলিশের লাঠিপেটায় কলেজের শিক্ষক ফজলুল হক, হেলাল উদ্দিন, ইমাম হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, উপেন্দ্র চন্দ্রসহ কয়েকজন আহত হন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আহত হন শতাধিক শিক্ষার্থী ও পথচারী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ সময় ছফর আলী নামে এক পথচারী গুরুতর আহত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে এলাকাবাসী উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, গুরুতর আহত শিক্ষকদের নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স ময়মনসিংহ-ফুলবাড়িয়া রোড দিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে বিকল্প পথে আহত শিক্ষকদের সদর উপজেলার কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ফুলবাড়িয়ায় পুলিশের লাঠিপেটা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিকেল ৪টার দিকে ফুলবাড়িয়া কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ মারা যান। শিক্ষকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে স্থানীয় এলাকাবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং বিভিন্ন সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে রাখে। পুলিশ আবারও টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এলাকাবাসী জানায়, পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, গুলি ও সংঘর্ষ চলছিল। এ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে কলেজের সামনে ও উপজেলা পরিষদের আশপাশের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন। এলাকাজুড়ে দেখা দেয় উত্তেজনা ও আতঙ্ক।

ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ দাবি আদায় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এস এম আবুল হাশেম বলেন, 'পুলিশ আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ মিছিলে প্রথমে বাধা দেয়। এরপর দাবি আদায় কমিটি বিকেল পর্যন্ত অবরোধের ঘোষণা দেয়। এতে অনেকে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলে পুলিশ তাদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে। এ সময় ছফর আলী নামে এক পথচারীর মৃত্যু এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ অর্ধশতাধিক আহত হন। লাঠিপেটায় গুরুতর আহত শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে বেসরকারি কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

আবুল হাশেম আরও বলেন, লাঠিপেটার কারণে শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ আহত শিক্ষকদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স ফিরিয়ে দেয়। পরে বিকল্প পথে ঘুরে কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।॥

ওই মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মির্জা মঞ্জুরুল হক সাংবাদিকদের বলেন, 'হাসপাতালে আনার পর আবুল কালাম আজাদ মারা যান। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।'

অন্যদিকে সংঘর্ষের জন্য আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দায়ী করেছে পুলিশ। সংঘর্ষে একজন পথচারীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করলেও শিক্ষকের বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি ফুলবাড়িয়া থানার ওসি রিফাত খান রাজীব। তিনি বলেন, 'আন্দোলনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট নিক্ষেপ করছিল। তাদের ছত্রভঙ্গ করতেই লাঠিপেটা করা হয়।'

ওসি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে স্থানীয় উপজেলা পরিষদের সামনে ছফর আলী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কলেজ শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ওসি বলেন, 'এটা আমাদের জানা নেই।'

এদিকে, রাত ৮টায় কমিউনিটি বেজড মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে কলেজ শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। এ সময় নিহতের স্ত্রী একই কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সাইফুন্নাহার উপস্থিত ছিলেন। স্বামীর লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।